তারিখ 14 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম 2 ...

10

মাদারীপুর জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সংকটে

মাদারীপুর, ১৩ জুলাই (সংবাদদাতা)।— দীর্ঘদিন ধরে মাদারীপুরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বহুবিধ সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। যার ফলে এ জেলা থেকে বিদায় নিয়েছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। বিদ্যালয় ভবনের দৈন্যদশা, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা, বইপত্র ও শিক্ষাপোকরণের অভাবসহ ছাত্রাবাস, পাঠকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, গবেষণাগার এবং ছাত্রীদের কমন রুম না থাকায় শিক্ষাদানের পরিবেশ এক কথায় নেই বললেই চলে।

জেলা শহরের একমাত্র আলীয়া মাদ্রাসাটি আড়িয়াল খাঁ গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে ৩/৪ বছর পূর্বে। কিন্তু অদ্যাবধি সে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাটি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। নতুন শহরের কুকরাইল এলাকায় মাদ্রাসা ভবনের চারতলা ফাউণ্ডেশন স্থাপন করা হলেও এ তিন বছরে মাত্র তিন হাত দেয়াল পর্যন্ত উঠে নির্মাণ কাজ প্রায় বন্ধ। ১৯৮৪ সাল থেকে তাই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় একটি গার্লস হাই স্কুলে। শিবচর উপজেলার শরীয়তীয়া আলীয়া মাদ্রাসার অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। আলহাজ্জ হযরত শরীয়তুল্লাহর স্মৃতিধন্য সুপ্রাচীন এ মাদ্রাসাটি নির্মিত হবার পরে সংস্কারের আর ছোঁয়া লাগেনি।

কতোগুলো জরাজীর্ণ ছাত্রাবাস রয়েছে এ মাদ্রাসার। কাশিল ছাত্রাবাসটির ভেতর দিয়ে বৃষ্টির ধারা প্রবাহিত হয়। জেলা সদরের শামসুন্নাহার দাখিল বালিকা মাদ্রাসার ঐ একই অবস্থা। এমনকি সেখানে টয়লেট-বাথরুমেরও কোন ব্যবস্থা নেই।

সরকারী নাজিম উদ্দীন কলেজটি জেলার একমাত্র সরকারী কলেজ। দীর্ঘনি ধরে এ কলেজে প্রায় অর্ধশত শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে আছে। একটি ছাত্রাবাস ইতিপূর্বে পুড়ে যাওয়ায় আবাসিক সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। চরমুগুরিয়া কলেজের মূল ঘরটিকে দেখলে মনে হয় একটি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো। সাইনবোর্ড না থাকলে বিশ্বাসই হতো না যে এটি একটি কলেজ।

ডনোভান সরকারী উচ্চবালিকা বিদ্যালয়েও বহুদিন যাবত প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। দক্ষিণ বিরাঙ্গল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা বিল্ডিংটির অবস্থা অত্যন্তই নাজুক। স্থানীয় জনসাধারণ স্কুলটি এ মাসের মধ্যেই ধসে যাবে বলে আশংকা করছে।

এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-মাদ্রাসাসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বর্ষার দিনেও গাছতলায় বসে ক্লাস করতে হয়। কবে যে এর সমাধান হবে জনমনে এখন তাই প্রশ্ন।